দিলীপ ও সুদক্ষিণার বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রার বর্ণনা।

রঘুবংশীয় মহারাজ দিলীপ পৃথিবীর অধিপতি হয়েও পুত্রহীন থাকার জন্য অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা উপভোগ করতেন। তাই পুত্রকামনায় প্রজাপতি ব্রহ্মার অর্চনা করে, ধর্মপত্নী সুদক্ষিণাকে সঙ্গী করে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে যাত্রা করেন।

রাজদম্পতী মধুর ও গম্ভীর শব্দযুক্ত রথে আহরণ করে যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের সোভা বিদ্যুৎ ও ঐরাবতের মত প্রতিভাত হচ্ছিল। আশ্রমের কোনো উপদ্রব যাতে না ঘটে, সেজন্য স্বল্পসংখ্যক সৈনকে সঙ্গে নিলেও, তাঁদের তেজঃ প্রভাবে বহুসৈন পরিবৃত বলে বোধ হচ্ছিল।

শালনির্য্যাস ও পুষ্পরাগের গন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ পবন মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়ে যেন রাজদম্পতীর সেবা করছিল। তাঁদের রথচক্রের গম্ভীর মেঘের মত ধ্বনি শ্রবণ করে, ময়ূরেরা ষড়জধ্বনির মত মনোহর কেকাধ্বনি করতে আরম্ভ করেছিল। পথের পাশে অভিনব অতিথি দর্শনে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রসম্পন্ন মৃগমিথুনের চোখে, রাজা ও রাণী পরস্পরের নেত্রসাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। আকাশ পথে শুভ্র বলাকামালা যেন কলধ্বনি সহকারে তোরণ রচনা করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। রথ দ্রুত ধাবিত হলেও অশ্বখুরের দ্বারা উত্থিত ধুলি রাজমহিষীর কুন্তল বা রাজার উষ্ণীষ স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ পবন ছিল অনুকুল ও রথের গতি ছিল প্রচণ্ড বেগবান্।

গ্রামের নিকটবর্তী সরোবর সমূহে প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি জলতরঙ্গে দোদুল্যমান হয়ে গন্ধবিতরন করছিল। যাজ্ঞীক পুরোহিত অধ্যুষিত গ্রামগুলি যুপচিহ্ন শোভিত ছিল এবং সেখানকার যাজকেরা রাজাকে আশির্বাদের জন্য অর্ঘ নিয়ে পথের পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। গ্রামের গোপবৃদ্ধগণ রাজাকে উপহার রূপে প্রদানের জন্যসদ্য প্রস্তুত ঘৃত নিয়ে সমাগত হয়েছিলেন। রাজদম্পতী পথের পার্শ্ববর্তী অজ্ঞাতনামা বৃক্ষসমূহের পরিচয় তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আশ্রমে গমনকারী রাজদম্পতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-'চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত পুর্ণিমায় হিমমুক্ত চন্দ্রমাকে যেরূপ অপূর্ব লাগে, তেমনি তাঁদের অপূর্ব লাগছিল'।

-০-